দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 13 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

যৌক্তিক কারণ ছাড়াই জবির শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত

ভিসির পছন্দের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা না দেয়ায় স্থগিত করার অভিযোগ

ফারুক হোসাইন : কোন ধরনের যৌক্তিক কারণ ছাড়াই কেবল প্রভাবশালী ব্যক্তির ইচ্ছাতেই স্থগিত হয়ে গেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। নীল দল ও সাদা দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও ভিসির পছন্দের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা না দেয়ায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নির্বাচন প্রত্যাশী শিক্ষকরা। তারা অভিযোগ করে বলেন, মূলত শিক্ষক সমিতিকে অকার্যকর করে সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করতেই শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে স্থগিত করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচন তফসিল (সংশোধিত) সূত্রে জানা যায়, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ৬ ডিসেম্বরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ সময়সীমা ছিল ৯ ডিসেম্বর দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল এবং বিএনপি সমর্থিত সাদা দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্যানেলের সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়। সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৫টি পদের বিপরীতে নীল দল এবং সাদা দল থেকে প্রতিটি পদের বিপরীতে একজন করে মোট ৩০ জন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। ৯ ডিসেম্বর বিকাল সোয়া তিনটায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. অরুণ কুমার গোস্বামী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ মনোনয়নপত্রগুলো জমা পড়ার বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু ওই একই দিনই দেড় ঘণ্টা পর বিকাল ৪টা ৪৪ মিনিটে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন অরুণ কুমার গোস্বামী। নির্বাচন স্থগিত হওয়ার প্রসঙ্গে এ নীল দল থেকে মনোনীত সভাপতি পদপ্রার্থী এবং সমিতির বর্তমান সভাপতি প্রফেসর মো. সেলিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে নির্বাচন স্থগিত করতে হবে। তিনি বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মত স্বাভাবিক পরিবেশ ছিলো। কিন্তু তারপরও কোন কারণ ছাড়াই নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। মূলত ড. অরুন কুমার গোস্বামী একটি বিশেষ মহলকে সুবিধা দিতে নীতিবহির্ভূতভাবে নির্বাচন স্থগিত করেছেন। ভিসির কাছে ব্যক্তিগত আনুগত্য বজায় রাখতে তিনি এটি করেছেন। তার বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা জানিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহীনুজ্জামানও সমিতির সভাপতির কাছে লেখা এক চিঠিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে তাকে অপসারণের দাবি জানান।

কমিশনের সদস্যদের পদত্যাগ

হঠাৎ করে কোন প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ার পরও শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত করায় নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন। সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের কাছে দেয়া এক চিঠিতে কমিশনের সদস্য মো. হুমীর হোসেন খন্দকার, ড. মো. আবদুল আলীম এবং সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ৯ ডিসেম্বর ৪টা ৪৪ মিনিটে নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। বিকাল ৫টা ৮ মিনিটে কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল সদস্যের পদত্যাগের একটি সিদ্ধান্ত রেজুলেশন আকারে গ্রহণ করে। নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিতের পূর্বে সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের প্রতিটি পদের বিপরীতে দুইটি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। কিন্তু ১০ ডিসেম্বর কমিশন অফিসে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল সদস্য একত্রিত হই। ওই সময় রেজুলেশনের তারিখগত বিষয়টি পুনরায় দেখার জন্য রেজুলেশন বইটি দেখতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তা দেখাতে অসম্মতি জানান। এরপর কোনো আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত ছাড়াই প্রধান নির্বাচন কমিশনার অরুণ কুমার গোস্বামী অতিদ্রুত কমিশন কার্যালয় ত্যাগ করেন। বিষয়টি আমাদের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত ও দু:খজনক।

সমিতির একটি সূত্র জানায়, ৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার নির্ধারিত সময়ের পর বিকাল সাড়ে ৫টায় প্রফেসর আশরাফুল আলম এবং ড. আলী নূর প্যানেল জমা দেন অরুণ কুমার গোস্বামী। এ প্যানেলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিনের পছন্দের লোক। তাই পরদিন তিনি সদস্যদের পদত্যাগের রেজুলেশন দেখাতে চাননি।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি প্রফেসর মো. সেলিম বলেন, কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচন স্থগিত করা হলো তা অরুণ কুমার গোস্বামীর কাছে জানতে চাইলেও তিনি তা দিতে পারেননি। কমিশনের সভা বা বিভিন্ন সময় তার মোবাইলে যখন বিশেষ ব্যক্তির ফোন আসে তখন তিনি সভা ত্যাগ করেন এবং পরে এসে ঐ মোবাইলের দেয়া সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। কমিশন থেকে পদত্যাগ করার পর এবং মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ভিসির পছন্দের প্যানেলের মনোনয়নপত্র তিনি গ্রহণ করেছেন। এটি তিনি করতে পারেন না। সমিতিকে অকার্যকর করার উদ্দেশ্যে নীতিবহির্ভূতভাবে তিনি এটি করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে ড. অরুণ কুমার গোস্বামীর মোবাইল নাম্বারে বেশ কয়েক বার ফোন দেয়া হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।